<BML33><Media.Lang><Mass Media><1990><Magaz><দে৫৭ব৩৫স><জুন৩০.৯০><0017>

মৌলবাদ কি ও কেন ? বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ।
ঐা একা ‘ রিকয়েল ’ বা প্রতিঘাত মুখী
শক্তিশেল । শক্তিমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে
‘ বিচারের বাণী ’ যেখানে পাওয়া যায় না , সেখানে
‘ আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তর ’-এর (‘ এনলাম্পনৈমেণ্ট ’)
পরও উদারপন্থী (লিবার্যাল) গণতন্ত্রের নায়কেরা
অথবা বামপন্থার সাম্যবাদ ও ‘ কম্যুনিজম ’ প্রণোদিত
স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের নায়কেরাও নিপীড়িত অবহেলিত
অত্যাচারিত জনগণের কাছে সুখ ও সুবিচারের
বার্তা আনতে পারেন নি , সেখানে ধর্ম ও
মৌলবাদের দ্বারা সাধারণ জনগণ মন্ত্রমুগ্ধ
হবেন এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?
মৌলবাদ একা গোষ্ঠীগত সংহতি এনে
দেয় - বিভ্রান্ত জনসাধারণ ধর্ম ও মৌলবাদের
মধ্যে একা যেন অর্থ খুঁজে পায় ।
রমাকান্তবাবু তাঁর প্রবন্ধে মৌলবাদের জন্য
প্রচলিত গুরুবাদকে দোষী করেছেন । কিন্তু
গুরুবাদস্প বা এল কোথা থেকে ? আর শুধুস্প কি
গুরুবাদ ? বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পর্য্যায়ে যে
ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র , মোল্লাতন্ত্র , আয়াতোল্লাতন্ত্র ,

পুরোহিততন্ত্র , পাদ্রীতন্ত্র এবং র‍্যাবাম্প তন্ত্র চলেছে
তা কি এম্প গুরুবাদেরম্প ভিন্ন ভিন্ন রূপ নয় ? বলা
যেত গুরুবাদ না হয় হিন্দু ধর্মের মধ্যে
অন্ধবিশ্বাস প্রসারের সুবিধা করে দিয়েছে । কিন্তু
অন্য দেশে তো গুরু না হয়েও গুরু হওয়া যায় ।
পশ্চিমদেশে কিন্তু ভারতীয় গুরুরা মৌলবাদীদের
আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য । কাজেম্প গুরুবাদ আর
মৌলবাদ এক করা যায় না ।
আগেম্প বলেছি হিন্দুদের প্রাচীন (অর্থাৎ প্রাগ্
বর্তমান) ম্পতিহাসে মৌলবাদের ভূমিকা নগণ্য
ছিল । মীমাংসক বা স্মার্তদের মৌলবাদ এবং
বর্তমান মৌলবাদের এক বস্তু নয় । হিন্দুধর্মের
বর্তমান মৌলবাদ এক অতি অদ্ভুত বস্তু । আমি
ফুলের মালা ও চন্দনচর্চা , মূর্তিপূজা-অর্চনা
ধূপ ধূনা জ্বালান প্রভৃতিকে মৌলবাদের অপরিহার্য্য
অঙ্গ বলে মনে করি না । বর্তমানে এসবের
প্রকোপ বেড়েছে নিঃসন্দেহে । ঐাম্প কিন্তু
মৌলবাদের প্রসারের একমাত্র লক্ষণ নয় । এগুলি
‘ রিচুয়াল ’ কর্মকাণ্ডের ব্যাপার । কর্মকাণ্ডের
ক্রিয়াকলাপের প্রতি সাধারণ মানুষের একা
সহজাত আকর্ষণ আছে । একেবারে ‘ রিচুয়াল ’
ছাড়া অর্থাৎ কর্মকাণ্ড বিনির্মুক্ত সামাজিক জীবন
কল্পনাম্প করা যায় না । তবে যারম্প এম্পসব

কর্মকাণ্ডের প্রতি আকর্ষণ আছে তাকেম্প মৌলবাদী
বলে সাব্যস্ত করা যায় না । মৌলবাদ একা
বিশ্বাসের ব্যাপার তা কর্মকাণ্ড ছাড়াও থাকতে
পারে , আবার কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেও
অমৌলবাদী হওয়া যায় । কর্মকাণ্ডের পিছনে
সব সময় সজাগ বিশ্বাস থাকে না । অবিশ্বাসীও
কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকতে পারেন - যেমন
লোকাচার ও দেশাচারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর
জন্য । অনেকে আবার কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে শিল্প
ও সৌন্দর্য্যের বিন্যাস - তার প্রতি আকৃষ্ট হন ।
লোকাচার ও দেশাচার অবিসংবাদিত ভাবে
জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । রক্তচন্দন পরা
কারুকে দেখলে আমার ভয়ও লাগে কিন্তু শুধু
রক্তচন্দন পরার জন্য মৌলবাদী বলে
দোষী করতে পারি না ।
বর্তমান হিন্দুধর্মের মৌলবাদের প্রধান লক্ষণ
পরমত-অসহিষ্ণুতা এবং হিন্দুধর্মজনিত শ্রেষ্ঠত্ব
দাবী - রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরম্প সোচ্চার
বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের দাবীতে
এবং অহিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে
পর্য্যবসিত করার প্রয়াসে । রামশিলা
রামজন্মভূমির কথা এখানে তুললাম না । যদিও
মৌলবাদের প্রভাব এখানে নিশ্চয়ম্প আছে । কিন্তু

বিষয়টি আরও জটিল । নানা ঐতিহাসিক তথ্যের যথাযথ মূল্যায়ন না করে এ বিষয়ে কথা বলা যায় না ।

পরমত-সহিষ্ণুতা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান লক্ষণ বলে পরিগণিত ছিল । মৌলবাদসম্মত অসহিষ্ণুতা ও অন্ধবিশ্বাস হিন্দুধর্মের ' যত মত তত পথ ' জাতীয় বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির বিরোধী । হিন্দুধর্মের একটি কেন্দ্রীভূত সংহত রূপ অন্তত স্পতিহাসে ছিল না । এ শুধু আমার নিজস্ব কথাস্প নয় । একাদশ শতাব্দীতে এক বিশ্ববিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত আল-বির-উনী হিন্দুধর্মের শাস্ত্রচর্চা করতে ভারতে আসেন । তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন -

" তারা (হিন্দুরা) ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের থেকে স□ূর্ণ ভিন্ন । আমরা যাতে বিশ্বাস করি তারা তাতে বিশ্বাস করে না , তাদের যা বিশ্বাস আমাদের কাছা তা অবিশ্বাস্য । মৌামুভিাবে হিন্দুদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে বিশেষ মারামারি হয় না । তারা মুখে তর্ক করে বটে কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ঝগড়া করার জন্য প্রাণ দিতে বা শরীর ও স□ত্তি নষ্ট করতে প্রস্তুত নয় । "

পণ্ডিত আল-বির-উনী একাদশ শতাব্দীতে

হিন্দুদের মধ্যে যৌা দোষাবহ লক্ষণ বলে লক্ষ্য
করেছিলেন সৌি আজকের দৃষ্টিতে দূষণ না হয়ে
ভূষণ বলে মনে হয় । ধর্ম-স□র্কে মতান্তরকে
সহ্য করার ক্ষমতা একৌি বড়গুণ । ঐি
মৌলবাদের স□ূর্ণ বিরোধী । অতীতে হিন্দুধর্মের
মধ্যে গুর্ণৌি ছিল । আজ মৌলবাদের সোচ্চার
কলহের মধ্যে , রাজনীতির দামামা বাদ্যের মধ্যে
সেম্প বিশেষগুণ হারিয়ে গেছে । আজ হিন্দুত্বের
বড়াম্প যাঁরা করেন , যাঁরা গর্বোদ্ধতভাবে রামায়ণ
মহাভারতের মত মহামূল্য কাহিনীগুলিকেও
নিতান্ত রুচিবিগর্হিত সাজস□া ও
‘ মেলোড্রামৌকি ডায়ালগ ’ ও অভিনয়ের মাধ্যমে
দূরদর্শনের পর্দায় প্রতি সপ্তাহে প্রচার করে থাকেন
সেখানে হিন্দুধর্মের এম্প ঔদার্য্যব্যঞ্জক রূপৌকি খুঁজে পাম্প
না । নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যে এম্পভাবে
অপমান করা সম্ভব - তা নিজের চোখে না
দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না । অথচ
ভারতবর্ষের আজ কি হল ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে !
পণ্ডিত-বিদ্বানের অভাব নেম্প দেশে - নেম্প
চিন্তাশীল ব্যক্তি , সৃজনশীল শিল্পী বা মরমী
কবি-গ্রন্থকারের অভাব । কিন্তু তাঁদের কথা
বোধহয় বর্তমান কোলাহল ও কলহের মধ্যে
হারিয়ে যাচ্ছে - তলিয়ে যাচ্ছে । মৌলবাদ ধীরে

ধীরে তার দূরপনেয় প্রভাব বিস্তার করছে ।
মাত্র চল্লিশ বছর আগে নেহেরু ছিলেন যখন
নেতা - জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল তাঁর
পিছনে । তখনও মৌলবাদী হিন্দু নেতারা ছিলেন
আশেপাশে - তাঁদের রাজনৈতিক দলও
ছিল - কিন্তু অন্তত শতকরা ৮০/৯০ জন লোক
তাঁদের ভৌ দিতেন না , তাঁদের কথা বিশ্বাস
করতেন না । তখনও দেশে নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা
এখনকার চেয়ে কিছু কম ছিল না । কাজেম্প যাঁরা
বলে থাকেন - আমাদের দেশে জনগণের অশিক্ষা
ও নিরক্ষরতাম্প মৌলবাদ প্রসারের মূল কারণ
তাঁরা এম্প ব্যাপারটিকে একু ভেবে দেখবেন ।
(নেহেরু মন্ত্রীসভায় ‘ হিন্দু কোড বিল ’ পাশ করাতে
অসুবিধা হয়নি - যদিও মৌলবাদ একে
সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারেনি ।) আরও
ভেবে দেখা দরকার - মৌলবাদ পশ্চিমদেশে
খ্রীষ্টানদের মধ্যেও আছে , পশ্চিম এশিয়াতে তো
আছেম্প সেখানে শুধু অশিক্ষিত জনগণম্প তাকে
সমর্থন করে না । পাশ্চাত্য দেশে বহু শিক্ষিত
বুদ্ধিজীবী চিন্তানায়কেরাও তাকে সমর্থন করে ।
তাদের সমর্থন পেয়ে মৌলবাদ অঙ্কুরিত হয়েছে
এবং পুষ্টলাভ করেছে । কাজেম্প আমাদের
দেশের অশিক্ষিত জনগণকে শুধু দোষ দিলেম্প

চলবে না । আমাদের দেশে নিরক্ষরতা যে
একটা বড় সমস্যা তা আমরা সকলেম্প জানি ।
কিন্তু সব কিছু দোষ তার ঘাড় চাপানো ঠিক নয় ।
আমাদের দেশের নিরক্ষর জনগণের মধ্যেও যে
একটা সহজাত বুদ্ধি ও রাজনৈতিক সচেতনতা আছে
তা প্রশংসনীয় । মৌলবাদের প্রসার ঘটেছে অন্যান্য
রাজনৈতিক কারণে ।
আগেম্প বলেছি উদারনৈতিক রাজনীতি ও
তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা পরীক্ষায় ফেল
করেছেন । নেহেরু কোনদিন মৌলবাদকে প্রশ্রয়
দেননি । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেম্প নেহেরুর
উত্তরাধিকারী গান্ধী পরিবার গদি আঁকড়ে থাকার
লোভে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে মৌলবাদকে ‘ মদত ’
দিয়েছেন - রাজনৈতিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাকে
কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন । তবে সাপ
খেলানোয় পারদর্শী না হয়ে সাপ খেলাতে গেলে
সাপে কামড়ে দেয় । ফলাফল তাম্প উল্টো
হয়েছে । দুর্ভাগ্যবশতঃ গান্ধী পরিবারের একজন
প্রাণ হারিয়েছেন মৌলবাদীদের হাতে - আর
একজন গদী হারিয়েছেন যদিও ঠিক মৌলবাদের
জন্য নয় , তবুও পরোক্ষভাবে মৌলবাদের ভূমিকা
অনস্বীকার্য্য ।
মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে নানা কারণে ।

তথাকথিত উদার নৈতিক নেতারা জনগণের অকুণ্ঠ
সমর্থন পেয়েও তাকে কাজে লাগাতে পারেন না ,
তাঁরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন শুধু
নিজেদের পৈ ও পকৈ ভরাতে । জনগণের
দুঃখদুর্দশা যেম্প তিমিরে ছিল সেম্প তিমিরেম্প
রয়ে গেছে । দেশের স□দ বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে ,
কিন্তু এম্প স□দ সমৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপরতলাতেম্প
সীমাবদ্ধ আছে , ঐশ্বর্য স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ ঠিক নীচের
দিকে গড়াচ্ছে না । " গরীবী ই াও " শ্লোগান থেকে
দেখা যাচ্ছে ধনিক শ্রেণীরাম্প শুধু উত্তরোত্তর
সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন । দুর্নীতির প্রসার
ঘটৈছে অভূতপূর্ব ভাবে । ক্ষমতার শীর্ষদেশ থেকে
পাদপীঠ পর্যন্ত দুর্নীতি ও ফাঁকি বিষে জর্জর ।
আমাদের দেশে ‘ নিরক্ষর ’ জনসাধারণও ঐা স্পষ্ট
দেখতে পায় । কাজেম্প তারা একা বিকল্প
চায় - এরকম ক্ষেত্রে মৌলবাদের বাঁশী মনোরম
শোনায় । আমেরিকাতেও সমাজে এরকম নৈতিক
অধঃপতনের প্রতিবাদ থেকেম্প
মৌলবাদের জন্ম । আজ তাঁরা ‘ প্রো-লাম্পফ
গ্রুপে ’ - অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বা অন্যান্য
কারণে গর্ভপাতের বিরোধী - এজন্য
স্ত্রী-স্বাধীনতায় বা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকে
অন্যায় মনে করেন না । এজন্য আগেম্প

বলেছি - মৌলবাদের একটা আপাতমনোরম
অনতিদূষণীয় রূপ আছে । মৌলবাদ আমাদের
দেশের বহুমুখী দেবতার মতো - তার রুদ্র মুখাবয়ব
আছে - যা সর্বাংশে ধ্বংসকামী , সর্বদাম্প বলেছে
‘ যুদ্ধং দেহি ’ । আবার একটা আপাতসুন্দর দক্ষিণ
মুখও আছে । আমাদের দেশের শিক্ষিত জনগণের
একাংশ এম্প দক্ষিণ মুখের প্রতি আকৃষ্ট । এম্প
সেদিনম্প অক্সফোর্ডের এক দার্শনিক
বললেন - আমরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয়
দিতে লজ্জা বোধ করব কেন ? আমাদের হিন্দুত্ব
কি গর্ব করার বিষয় নয় ? - খুবম্প সত্য কথা ।
কিন্তু সেম্প হিন্দুত্ব কি , কি নিয়ে গর্ব করব তা
আগে ভাল করে জানা দরকার । আজকের
মৌলবাদীদের প্রচারে , টিভি সিরিয়ালের প্রচারে ,
গুরুবাদের প্রসারে , হিন্দুত্বের আসল রূপটি ঢাকা
পড়ে গিয়েছে - হয়ত তা হারিয়েম্প গিয়েছে । ‘ তা
হারিয়েম্প গিয়েছে ’ বললাম নচেৎ কথাটা আবার
মৌলবাদীদের মতম্প শোনায় । স্বচ্ছ দৃষ্টি ও শাণিত
যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির দরকার একান্ত ভাবে , শুধু
শিক্ষা বা সাক্ষরতা নয় । শুধু রাজনৈতিক
কার্য্যসিদ্ধি নয় ।
গান্ধী পরিবারের সাপ খেলাতে গিয়ে
সর্পাঘাতে মৃত্যুর কথা বললাম । আরও প্রাসঙ্গিক

প্রতিবেশী দেশে পাকিস্তান ভুট্টো পরিবারের কথা ।
পিতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর হয়ত অনেক
দোষ ছিল - অন্তত ভারতবর্ষের পক্ষ
থেকে বিচার করলে । এবং নিঃসন্দেহে এও বলা
যায় তাঁর অনেক গুণও ছিল । কিন্তু বড় কথা যে
তিনি মৌলবাদী ছিলেন না । কন্যা বেনজিরও
মৌলবাদী নন - অন্তত তার কোন নজির নেম্প ।
দুর্ভাগ্যক্রমে আজ কাশ্মীরসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে
গদী আঁকড়ে থাকার লোভে বেনজিরও
মৌলবাদীদের মদত দিচ্ছেন - ফলাফল কি হবে
বলা খুবম্প বলা শক্ত । উদার নৈতিক নেতারা যখন
ক্ষমতার লোভে মিথ্যার ব্যবসা আরম্ভ করেন
- মৌলবাদের অভ্যুত্থানকে তখন আর রক্ষা করা যায়
না । আমাদের দেশে ঠিক তাম্প ঘটেছে ।
অন্য নেতারা পরীক্ষায় ফেল করেছেন -
মৌলবাদী নেতাদেরও পরীক্ষা এখনও নেওয়া
হয়নি । তাম্প অনেকে তাদের প্রস্তাবিত
বিকল্পকে আকর্ষণীয় মনে করেছেন ।
মৌলবাদীদের সঙ্গে বামপন্থীদের একটা
রাজনৈতিক বোঝাপাড়া হচ্ছে দেখে অনেকে
বিস্ময় প্রকাশ করছেন । অনেকে তীব্র সমালোচনা
করেছেন । ‘ রাজনৈতিক বিছানাসঙ্গী ’ অনেক সময়
এরকম অদ্ভুত রকমের হয় । গৌতম রায় ‘ প্রবাসী

আনন্দবাজারের ’ একস্প সংখ্যায় এস্প বিষয়ে তাঁর
বক্তব্য রেখেছেন রামকান্তবাবুর সঙ্গে । এ বিষয়ে
শুধু একটি নজিরের উল্লেখ করব । স্পস্রায়েলের
‘ লেবার পার্টি ’ উদারপন্থী - তাঁদের মন্ত্রীসভাতেও
মৌলবাদী গোষ্ঠী থেকে সদস্য নিতে হয়েছিল ।
কাজেস্প অন্য দেশেও তা হয় । এর জন্য বামপন্থী
ঘেঁষা কোনো কোন বুদ্ধিজীবী খুবস্প কষ্ট কল্পনা করে
মৌলবাদের প্রতি নিম্নবর্গীয় ভূমিপুত্রের
আত্মপরিচয় খোঁজার প্রয়াসকে দেখেছেন অথবা
বিশেষ জনগোষ্ঠীর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে
উপলব্ধি করেছেন । হয়ত তা সত্য , কিন্তু হঠাৎ
আজ কেন ? এর উত্তর তো অমূর্ত বা
য়্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনার মধ্যে ধরা পড়ে না । এবং
এর দ্বারা মৌলবাদকে বৈধ করে তোলা যায় না ।
মৌলবাদের সঙ্গে ধর্মান্ধতা ও উন্মাদমনার
ওতপ্রোত সম্বন্ধ । এস্প ধ্বংসকারী শক্তির কাছে
কোন যুক্তিস্প খুঁজে পাওয়া যাবে না । কারণ
মৌলবাদ মূলত যুক্তিহীনতার পরিপোষক এবং
সেজন্য মানুষের ভিতরের শুভ বুদ্ধিকে সে
প্রথমেস্প হত্যা করে । তখন বিগত যুগের সরল
হিন্দী চিত্র , রামভক্ত হনুমান , ‘ হর হর মহাদেব ’
জাতীয় তথাকথিত ধর্মমূলক সিনেমার মত বহু
অর্থব্যয়ে নির্মিত রামায়ণ মহাভারতের ল□াকর

ীভি সিরিয়ালও মৌলবাদ প্রচারের পরোক্ষ যন্ত্র
হয়ে পড়ে । হিন্দী সিনেমায় আজকাল
কিছু কিছু উচ্চস্তরের ছবি হয়েছে - কিন্তু
সেক্ষেত্রে রামায়ণ মহাভারতের এম্প অবস্থা কেন ?
মনে হয় অমৌলবাদী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেম্প
আমাদের রামায়ণ মহাভারতের চিরস্থায়ী মূল্য
স□র্কে সচেতন নয় ।
আমাদের দেশে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদের একা
লক্ষণ আছে যার দ্বারা তার সংজ্ঞা নির্ধারণ
করা যায় । এম্প লক্ষর্ণরি কথা বলে আজকের
বক্তব্য শেষ করব । লক্ষর্ণ মৌলবাদী অমৌলবাদী
উভয়ের কাছে গ্রহণ যোগ্য - এমন
কি ‘ সব ব্যাদে আছে ’ এধরণের মতবাদেরও
একি যোগ্য প্রত্যুত্তর ।
স্পন্দ্রিয়জ্ঞান অথবা যুক্তিতর্কের দ্বারা যে
জ্ঞানলাভ হয় সেম্প রকমের জ্ঞানের বিষয়ের বহির্ভূত
কয়েকি বিষয়ে (স্বর্গ পরলোক মোক্ষ স্পত্যাদি)
উপদেশ দিতে পারে বেদ বা শাস্ত্র এবং ঐাম্প
তার বেদত্ব । অর্থাৎ পরিত্যক্ষ অথবা যুক্তিতর্কের
দ্বারা গ্রাহ্য যে জগৎ ও জাগতিক তত্ত্ব সে বিষয়ে
বেদ অথবা শাস্ত্রের অনুসন্ধান করা বৃথা । এখানে
শাস্ত্রের সীমানির্দেশ করা হয়ে গেল । মৌলবাদীরা
যদি সব বিষয়ে শাস্ত্রের একা মনগড়া বাখ্যাকে

পরম সত্য বলে মনে করেন তা হলে তা নিজেম্প
সেম্প শাস্ত্র বিরোধী মতবাদে পরিণত হবে ।
যুক্তিতর্কের ও ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের
গলা টিপে ধরে রেখে মনগড়া শাস্ত্রের প্রচারে ধর্ম
হয় না - হয় শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ।
‘ ব্যাদে নেম্প ’ তাও আমাদের বুঝতে হবে ।
কাজেম্প ‘ সব ব্যাদে আছে ’ কথাম্প একদিকে
বেদবিরোধী এবং অন্যদিকে ‘ প্যারাডক্সিক্যাল ’
অর্থাৎ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ভাষায়
" বিষমোম্পয়ম উপন্যাসঃ " (স্ববিরোধী
উদ্ভদ কল্পনা মাত্র ।)